দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষার মান বাড়ছে কি

মো. রহমত উল্লাহ

১৯৯৪ সালে যেখানে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এক লাখের মতো পরীক্ষার্থী ছিল সেখানে ২০১৪ সালে পরীক্ষার্থী দশ লাখের ওপরে। ১৯৯৪-তে যেখানে পাসের হার ছিল ৩২ শতাংশের মতো, সেখানে বিশ বছর পরে এসে ২০১৪ সালে মাধ্যমিকে পাসের হার ৯২ শতাংশের বেশি। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেরও এখন প্রায় একই রকম অবস্থা। স্বাধীনতার পরে যেখানে আমাদের মোট পাবলিক ইউনিভার্সিটির সংখ্যা ছিল চারটি, সেখানে সে সংখ্যা আজ ৩৭ ছাড়িয়েছে। ত্রিশ বছর আগের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান মোট ছাত্রের আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রসংখ্যা আর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কয়েকগুণ হলেও থেকে থেকে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষার মানের উন্নতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের মৌলিক শিক্ষার মানের অগ্রগতি গত কয়েক বছরে অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশকে শাসন করা সরকারগুলোর সদিচ্ছা কি আদতে শিক্ষার মান উন্নয়নে কোনো কাজে আসেনি? এর উত্তর হচ্ছে—এ পর্যন্ত যতগুলো সরকার এসেছে তারা সবাই শিক্ষার বস্তুগত দিকটিকে তাদের সাফল্য বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। সরকারগুলোর কাছে শিক্ষার মান বাড়া বলতে বছর বছর পাসের হার চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়া আর পাবলিক পরীক্ষার সর্বোচ্চ রেজাল্টধারীর সংখ্যা বাড়া। সে হিসেবে প্রতিবছর বেড়েছে পাসের হার আর এ প্লাসধারীর সংখ্যা। বেড়েছে ফরমাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আসেনি কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা।

উচ্চশিক্ষার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, আজ দেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ভূরি ভূরি। সেখানে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা হযবরল। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নেই জ্ঞানচর্চার জন্য অতীব জরুরি উপযুক্ত ক্যাম্পাস, লোকবল এবং পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক। সেখানে ধনপতিরা আজ চাইলেই ব্যবসায়িক স্বার্থে বড় বড় শহরগুলোর মোড়ে মোড়ে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নেই ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের কারণে মেধার গুরুত্ব দিন দিন কমছে। রাজনৈতিক সাফল্যের কথামালা প্রচার করতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রতিষ্ঠিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের সমতা আনা সম্ভব হচ্ছে না। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষার মানে অসম্ভব রকম পিছিয়ে আছে। প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অসমতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেরুকরণ দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষার ব্যানারে গড়ে ওঠা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আজ চলছে এমফিল আর পিএইচডি ডিগ্রির রমরমা ব্যবসা। অথচ এমফিল পিএইডি যে একধরনের গবেষণা—এতে শিক্ষার্থীদের কেস ওয়ার্ক, ফিল্ড ওয়ার্ক করা হয়, লাইব্রেরিতে যেতে হয়; একথা বোধহয় ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে চান না। এ তো গেল উচ্চশিক্ষার সংকট। শিক্ষাব্যবস্থার মূল যে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষা সেখানেও আমাদের শিক্ষার করুণ দশা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জাতিকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। স্কুল-কলেজগুলোতে আজ নেই পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক। অভিভাবক আর কোচিংয়ের শিক্ষকদের চাপে পড়ে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ছাত্ররা খুবই স্বাস্থ্যবান একটি ফলাফল করে বটে, তবে উচ্চশিক্ষা অর্জনে মেধার জোরে ভালো মানের একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের জোয়ারে টিকে থাকতে হলে সৃজনশীলতা আর মেধা যেখানে প্রধান অবলম্বন সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষার মানের উন্নতি না ঘটা নিশ্চয়ই বাঙালি জাতির জন্য হতাশার একটি কারণ। শিক্ষার মানোন্নয়নে সকলকে হাতে হাত রেখে কাজ করার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জন্য সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়